সাইয়্যেদাতুন নিসা

হযরত খাদিজাতুল কুবরা

রাযি আল্লাহু আনহা

মৌলানা দোস্ত মোহাম্মদ শাহেদ

সাইয়্যেদাতুন নিসা

হযরত খাদিজাতুল কুবরা

রাযি আল্লাহু আনহা

মৌলানা দোস্ত মোহাম্মদ শাহেদ

সাইয়্যেদাতুন নিসা

হযরত খাদিজাতুল কুবরা

রাযি আল্লাহু আন্‌হা

মৌলানা দোস্ত মোহাম্মদ শাহেদ

একটি আহমদীয়া খিলাফত শতবার্ষিকী প্রকাশনা

প্রকাশক | মুহাম্মাদ নুরুল ইসলাম মিঠু
ন্যাশনাল সেক্রেটারী ইশায়াত
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

ভাষান্তর | মোহতরমা মাসুদা সামাদ চৌধুরী
মোহতরমা আয়েশা ইশরাত

প্রকাশকাল | জুলাই ২০১০, ২০০০ কপি।

মুদ্রণে | বাড-ও-লিভস্
বাংলাদেশ পাবলিকেশন্স লি. ভবন
স্যুইট # ৪০১, ৮৯-৮৯/১ আরামবাগ
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।

Hazrat Syedat-un-Nisa Khadijatul Kubra [ra]

By **Maulana Dost Muhammad Shahed**
Published by **Muhammad Nurul Islam Mithu**
National Secretary Isha'at
Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
4 Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211
ISBN 978-984-991-026-8

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দু'টি কথা

'হযরত খাদিজাতুল কুবরা রাযিআল্লাহু আনহা' পুস্তিকাটি লাজনা ইমাইল্লাহ্, রাবওয়া ৭নভেম্বর ১৯৮৪ সনে প্রথম প্রকাশ করে। উর্দূ ভাষায় সুলিখিত এ পুস্তকটির প্রণেতা হলেন 'আহমদীয়াতের ইতিহাস'-এর স্বনাম-খ্যাত প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক মরহুম মৌলানা দোস্ত মুহাম্মদ শাহেদ (রাহে.)। পুস্তিকাটি কলেবরে ছোট হলেও এর বিষয়বস্তুর গভীরতা, উপস্থাপনার মাধুর্য আর তত্ত্বগত বিশ্লেষণের ব্যাপকতা বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণের দাবী রাখে। আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের মহান খিলাফত-এর শতবর্ষ উদযাপনের অন্যতম এক প্রকাশনায় এই পুস্তকটি অন্তর্ভুক্ত করতে পেরে আমরা আনন্দিত। মূল উর্দূ পুস্তিকাটির বাংলা অনুবাদ করেছেন মরহুমা মাসুদা সামাদ চৌধুরী সাহেবা ও মিসেস আয়েশা ইশরাত সাহেবা। আল্লাহ্ তা'লা তাঁদের উভয়কে উত্তম প্রতিদান দিন।

লাজনা ইমাইল্লাহ্'র তালিমী সিলেবাসভুক্ত এই পুস্তিকাটি পাঠে লাজনার সদস্যাগণ মনোনিবেশ করে নিজেদের অন্তর্দৃষ্টির সূক্ষ্মতা ও গভীরতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করবেন এটাই আমাদের কামনা। পুস্তিকাটি প্রকাশনার কাজে সংশিষ্ট সকলকে আল্লাহ্ তা'লা বিশেষ পুরস্কারে ভূষিত করুন।

মোবাশ্‌শের উর রহমান
ন্যাশনাল আমীর
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রবেশক

মহান আল্লাহ তা'লার অশেষ কৃপায় লাজনা ইমাইল্লাহ্, বাংলাদেশ 'সাইয়্যেদাতুন নিসা হযরত খাদিজাতুল কুবরা (রা.)' পুস্তিকাটি খিলাফত শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে অনুবাদ করে প্রকাশ করছে। পুস্তিকাটির প্রথম দিকের কিছু অংশ অনুবাদ করেন প্রয়াত মাসুদা সামাদ চৌধুরী সাহেবা। আল্লাহ তা'লার অমোঘ বিধানে তিনি ৭ ডিসেম্বর ২০০৯ পরম প্রভুর সান্নিধ্য লাভ করায় অনুবাদের কাজটি শেষ করতে পারেননি। মরহুমার এই নেক প্রচেষ্টাকে আল্লাহ তা'লা কবুল করুন ও জান্নাতে তাকে উচ্চ মোকাম দান করুন। পরবর্তীতে পুস্তিকাটির শেষের কিছু অংশ ভাষান্তর করেন মোহতরমা আয়েশা ইশরাত সাহেবা, বইটির প্রুফ, ও প্রচ্ছদ কাজে সহযোগিতা করেন আমাতুল কাইয়ূম সাহেবা, মিস আমাতুল হায়ী রুবাবা, মিস নিগার সুলতানা নাইয়ার প্রমুখগণ। আল্লাহতা'লা তাঁদের সকলকে এর উত্তম পুরষ্কার দান করুন।

ইশরাত জাহান
সদর
লাজনা ইমাইল্লাহ্, বাংলাদেশ
২০১০

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

মুখবন্ধ

সম্মানিত ও শ্রদ্ধেয় মৌলানা দোস্ত মোহাম্মদ শাহেদ সাহেব রচিত এই পুস্তিকা সেই গৌরবদীপ্ত মহীয়সী নারী সম্পর্কে যিনি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম-এর সহধর্মীনি হওয়ার সম্মান লাভ করেন। শুধু স্ত্রী হওয়াই নয় বরং নারীগণের মধ্যে সর্বপ্রথম ঈমান আনার সৌভাগ্যও তিনিই অর্জন করেন। তিনি আল্লাহ্ তা'লার জন্য অনেক উন্নতমানের কুরবানী করেন। তাঁর পুণ্যময় জীবনের ঘটনাবলী জ্ঞাত হওয়া এবং অন্যদেরকে জানানো আমাদের কর্তব্য এবং তাঁর পদাঙ্কনুসরণ করা আমাদের জন্য গর্বের বিষয় বলে মনে করি। সুতরাং আমি সকল বোনদের প্রতি আবেদন করছি তাঁরা যেন এই পুস্তিকা ক্রয় করেন, পড়েন এবং অন্য বোনদেরকেও কেনার জন্য উৎসাহিত করেন। তেমনিভাবে সকল লাজনার শাখা সংগঠনগুলোকে আবেদন করি, তারা যেন বেশিবেশি করে পুস্তিকাটি ক্রয় করেন ও বোনদেরকে এটা পড়ায় আগ্রহী করেন। লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র বাৎসরিক তালিমী সিলেবাসে এই পুস্তিকাকে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে।

খাকসার
মরিয়ম সিদ্দিকা
সদর
কেন্দ্রীয় লাজনা ইমাইল্লাহ্ (রাবওয়া)
৭.১১.৮৪

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّىْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

সাইয়্যেদাতুন নিসা হযরত খাদিজাতুল কুবরা (রা.)

উভয় জগতের নেতা হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের হাদীস অনুযায়ী মহানবী (সা.)-এর প্রথম স্ত্রী উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাইয়্যেদা খাদিজা (রা.) জান্নাতের সকল নারীগণের পুরোধায় রয়েছেন।

একবার হযরত জিবরাঈল (আ.) মহানবী (সা.)-কে বলেন, খাদিজা (রা.) বাটিতে করে কিছু একটা নিয়ে আসছেন। আপনি তাঁকে আল্লাহ্‌র এবং আমার সালাম পৌঁছাবেন।[১] আর একবার মহানবী (সা.)-এর কাছে যখন হযরত জিবরাঈল (আ.) ছিলেন, সে সময়ে হযরত সাইয়্যেদা (রা.)-ও চলে এসেছিলেন। হযরত জিবরাঈল (আ.) তখন বলেন, তাঁকে জান্নাতে মণিমুক্তা খচিত এক গৃহের সু-সংবাদ জানিয়ে দিন।[২]

এসব কল্যাণময় উক্তির উৎস নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌র ওহী এবং এই হচ্ছে হযরত খাদিজা (রা.)-এর মহান চরিত্রের ঐশী উল্লেখ। কেননা, হযরত মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহদী (আ.) এর মতে–

ইসলামী বেহেশত, এই জগতের ঈমান এবং কর্মের এক প্রতিচ্ছবি। এটা বহির্জাগতিক নতুন কোন কিছু নয় যা মানুষ লাভ করবে। বরং, মানুষের বেহেশত মানুষের ভেতর থেকেই প্রকাশ পায় এবং প্রত্যেকের বেহেশত তারই ঈমান এবং সৎকর্মের ফল।[৩]

এই বাস্তবতাকে সামনে রেখে আমরা মেনে নিতে বাধ্য, হযরত খাদিজা (রা.)-র জীবনের উপমা শৌকর্যমন্ডিত এক রাজপ্রাসাদের মত যা দামী দামী সব মণি-মুক্তা দিয়ে ঝলমলে করে সাজানো এবং এটা এক অনুপম সত্য যে তাঁর জীবনী, তাঁর চরিত্র ও গুণাবলীর প্রত্যেকটা দিক আমাদের কাছে এক-একটা তুলনাবিহীন দুর্লভ মণি মুক্তার মতো।

সাইয়্যেদা খাদিজা (রা.) বিখ্যাত বনু আসাদ গোত্রের নয়নমণি ছিলেন। তাঁর ডাক নাম ছিল উম্মে হিন্‌দ। বাবার নাম খালিদ এবং মায়ের নাম ফাতেমা

১. জামেয়াতুল মগীর উল সিউতী, খন্ড-২, পৃষ্ঠা ২
২. উমুদুল গাবা, খন্ড-৫, পৃ. ৪৩৮
৩. ইসলামী নীতিদর্শন, পৃ. ৭২

বিনতে যায়েদা। তাঁর বংশ পরম্পরা তিন দিক দিয়ে জনাব কুসাই পর্যন্ত যায়–যিনি হযরত রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর দাদার প্রপিতামহ ছিলেন।

[জামেউস সাগীরুল সিউতি (রহ.), খন্ড ২, পৃঃ-২]

তিনি মহানবী (সা.) এর জন্মের ১৫ বছর পূর্বে ৫৫৫ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সাবালিকা হলে নিজ উত্তম চারিত্রিক গুণাবলীর কারণে 'তাহিরা' (পবিত্র) উপাধিতে খ্যাত হন।

তাঁর প্রথম বিয়ে আবু হালা-র সাথে হয়। প্রথম স্বামীর মৃত্যুর পরে আতিক বিন আয়েয-এর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয় এবং তার পরে সাফি বিন উমাইয়ার সাথে তাঁর বিয়ে হয়। সাফির মৃত্যুর পর তিনি তৃতীয় বারের মত বিধবা হয়ে যান।[৪] সেই সময় আরবের 'হারব উল ফুজজার' নামক এক যুদ্ধে তাঁর বাবাও মারা যান। স্বামী এবং বাবার মৃত্যুর পর তিনি (রা.) পর্বতসম দুঃখের সম্মুখীন হলেন। জীবিকা নির্বাহের পথ ছিল ব্যবসা, যা দেখা-শোনা করার মত তখন আপনজন কেউ ছিল না। নিজের আত্মীয়স্বজনদেরকে পারিশ্রমিক দিয়ে তিনি তাদেরকে ব্যবসার জন্য সিরিয়ার দিকে পাঠাতেন। নিজ বংশের ঐতিহ্য অনুযায়ী তিনি দানশীলা ছিলেন। নিজের সম্পত্তি গরীব, মিসকিন, এতীমদের এবং বিধবাদের জন্য একাধারে ব্যয় করতেন।[৫]

তাঁর (রা.) এই সৎকর্ম আল্লাহ্ তা'লার নিকট এত পছন্দ হলো যে, তিনি অনেক ধন সম্পদ ও প্রাচুর্যের অধিকারী হয়ে গেলেন। ফলে তাঁর কাছে ধন সম্পদ ও প্রাচুর্যের এক ভান্ডার জড়ো হয়ে গেল। ফলে মক্কার সকল ব্যবসা নিয়ন্ত্রণের উল্লেখযোগ্য ক্ষমতা তাঁর হাতে এসে গেল এবং সমস্ত আরবেই তাঁর ঐশ্বর্যের কথা ছড়িয়ে পড়ল।

একবার এক বাণিজ্যে যাওয়ার সময় হযরত আবু তালেব (রা.) যুবক মুহাম্মদ (সা.)-কে বললেন, খাদিজা (রা.)-এর সাথে দেখা করা দরকার। তার বাণিজ্য সামগ্রী সিরিয়া'র দিকে যাচ্ছে, ভাল হয় যদি তুমিও এই কাফেলার সঙ্গে যাও। হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নেকী, সততা এবং পবিত্রতার কথা লোকদের মুখে মুখেই ছিল এবং তিনি (সা.) 'আমীন' নামেই পরিচিত ও প্রসিদ্ধ ছিলেন।

হযরত খাদিজা (রা.) যখন এই কথা জানতে পারলেন, তিনি তৎক্ষণাৎ মুহাম্মদ (সা.)-এর নিকট খবর পাঠালেন আর তাঁকে বললেন, আমার ব্যবসার

৪. তিবকাতে ইবনে সাআদ (হালাতে খাদিজা রা.)
৫. সিরাতুল সাহাবিয়াত, পৃ. ১২-২২ (মৌলানা সৈয়দ আনসারী, মৌলানা আবদুস সালাম নদভী)। সিরাতুল মোস্তফা (সা.আ.), খন্ড-১, পৃ. ৩৭১-৪৭১ (মৌলানা মোহাম্মদ ইব্রাহীম সাহেব সিয়ালকোটি)।

পণ্য-সামগ্রী আপনি সিরিয়ায় নিয়ে যাবেন। আমি অন্যের চাইতে আপনাকে দ্বিগুণ পারিশ্রমিক দিব।

হুযূর (সা.) এই শর্ত গ্রহণ করলেন, হযরত খাদিজা (রা.) নিজের দাস মায়সারাকে তাঁর সঙ্গে দিয়ে দিলেন। এই সফরে বিশেষ কল্যাণ ও বরকত লাভ হলো এবং মহানবী (সা.) এর দোয়া, চেষ্টা, সততা এবং বিশ্বস্ততার ফলেই অস্বাভাবিক ভাবে প্রচুর সফলতা লাভ হয়েছিল। এটা দেখে হযরত খাদিজা (রা.) এর মনে হুযূর (সা.)-এর প্রতি ভক্তি এবং প্রগাঢ় ভালোবাসা জন্মায়।

এরপর যখন মহানবী (সা.) মায়সারার সাথে দ্বিতীয়বারের মতো ব্যবসার পণ্যসামগ্রী নিয়ে সিরিয়ার দিকে গেলেন, সেই যাত্রার সময় বসরাতে একজন খ্রিষ্টান দরবেশ যার নাম 'নাসতুরা', তিনি তার নিজের দূরদর্শিতা এবং প্রজ্ঞা অনুসারে মায়সারাকে জানিয়ে দিলেন যে, তিনি (সা.)-ই প্রতীক্ষিত সেই নবী এবং শেষ জামানার পয়গম্বর। মায়সারা নিজেও একবার প্রত্যক্ষ করলেন, দু'জন ফিরিশতা নিজেদের পাখা দিয়ে মুহাম্মদ (সা.)-কে ছায়া দিয়ে রেখেছেন এবং অবাক ব্যাপার এই যে, মহানবী (সা.) যখন মক্কায় ফেরত আসছিলেন হযরত খাদিজা (রা.)ও সে সময় প্রত্যক্ষ করেন যে, মুহাম্মদ (সা.) উটে চড়ে আসছেন আর দু'জন ফিরিশতা হুযূর (সা.) এর উপর ছায়া দিয়ে আছে।

হযরত খাদিজা (রা.) এই দৃশ্যটা অন্য মহিলাদের দেখালে তারাও তা দেখে বিস্মিত হয়ে যায়।

পরবর্তীতে মায়সারাও তার সফরের ঘটনাগুলো হযরত খাদিজা (রা.)-র কাছে বর্ণনা করলেন। তখন তিনি তাঁর এক বিশ্বস্ত বান্ধবীর মাধ্যমে হুযূর (সা.)-এর কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাঠালেন। মহানবী (সা.) একটু সময় নিয়ে তাঁকে নিজ সম্পত্তির বিষয়টি জানালেন। আবু তালেব (রা.) তাঁদের বিয়ের ঘোষণা করেন এবং মোহরানা ছিল পাঁচ'শ দেরহাম।[৬] একথা তৎকালীন ইতিহাসে সংরক্ষিত আছে।

হুযুর (সা.)-এর বয়স তখন পঁচিশ (২৫) বছর আর হযরত খাদিজা (রা.)-এর বয়স চল্লিশ (৪০) বছর। হযরত খাদিজা (রা.) বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পর বিনা প্ররোচনা বা চাপে নিজের সকল সম্পত্তি এতীমদের অভিভাবক হযরত মুহাম্মদ আরবী (সা.)-এর কাছে সমর্পন করে দিলেন।

"ওয়া ওয়াজাদাকা আয়েলান ফাআগনা"–
কুরআন শরীফের এই আয়াতও এ দিকে ইঙ্গিত করে।
হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাযি.)–বলেন, 'হযরত খাদিজা (রা.)-এর জীবনের

৬. Collier's Encyclopedia, Vol. 16, P. 690

ঘটনাবলীকে ভালো করে পর্যবেক্ষণ করে দেখলে বুঝা যায় তিনি শুধুমাত্র হাজার হাজার টাকা মূল্যমানের সম্পত্তির মালিকই ছিলেন না বরং বিশাল এক সম্পদশালী মহিলা ছিলেন। তার পক্ষ থেকে বহু বাণিজ্য দল ব্যবসার জন্য নিয়মিত সিরিয়ায় যাওয়া-আসা করতো এবং এমন ব্যবসা সে ব্যক্তিই করতে পারে যার কাছে লক্ষ লক্ষ টাকা থাকে। যখন রসূল করীম (সা.) হযরত খাদিজা (রা.)-এর অতুলনীয় ত্যাগের ফলে অঢেল ধন-সম্পদের মালিক হন, তখন ঐ সকল ধন-সম্পদ সেই দেশের এতীম, মিসকীন অসহায় ও গরীবদের মধ্যে বিলি করে দিয়ে তিনি নিজের মনোবাসনা পূর্ণ করেন'।[৭]

হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর যতজন সন্তান জন্ম গ্রহণ করেন তাঁর মধ্যে একমাত্র হযরত সাহেবযাদা ইবরাহীম ছাড়া সকলেই হযরত খাদিজা (রা.)-এর পবিত্র গর্ভেই জন্ম নিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-কে হযরত খাদিজা (রা.)-এর মাধ্যমে তিন ছেলে ও চার মেয়ে দিয়েছিলেন, তাঁদের নাম হলোঃ

হযরত কাসিম (রা.), হযরত তাহির (রা.), হযরত তাইয়্যাব (রা.), মেয়েরা হলেন ঃ হযরত যয়নব (রা.), হযরত রুকাইয়া (রা.), হযরত উম্মে কুলসুম (রা.) এবং উম্মে হাসনাইন হযরত ফাতেমাতুয্ যোহরা (রা.)।

হযরত খাদিজা (রা.) আল্লাহ্ তা'লার এক নিদর্শন ছিলেন, মহানবী (সা.)-এর ২৫ বছরের পবিত্রসঙ্গ তাঁকে আধ্যাত্মিকতার এক উন্নত মার্গে পৌঁছিয়ে দিয়েছে। তাদের আদর্শ দাম্পত্য জীবন এ জগতে প্রথমবারের মত এক জাগতিক জান্নাতের উদাহরণ হয়ে রয়েছে। একজন প্রাচ্য গবেষক এডওয়ার্ড জে জুরগী লিখেছেন ঃ "When he was about twenty-five years old, his marriage with Khadijah, a rich and noble widow of matronly virtues, brought him domestic contentment and happiness, and he could then easily afford to give himself up to long and assidous reflection upon the nature and destiny of man." (Edward J. Jurgi)

-'আঁ হযরত (সা.)-এর বয়স যখন পঁচিশ (২৫) বছর ছিল, তখন হযরত খাদিজা (রা.) এর সাথে তাঁর বিয়ে হলো, যিনি একজন ভদ্র ও ধনী বিধবা মহিলা ছিলেন। সংসারের সকল পর্যায়ে তিনি উত্তম নমুনা ছিলেন। তাঁর সাথে বিয়ের পর তিনি (সা.) দাম্পত্য জীবনের প্রকৃত সুখ ও আনন্দের স্বাদ পেলেন, আর এর মাধ্যমে মহানবী (সা.) মানুষের স্বভাবজ বৈশিষ্টের উৎকর্ষ ও মানব জীবনের মূল উদ্দেশ্য নিয়ে চিন্তাভাবনা করার সুযোগ লাভ করলেন।'[৮]

৭. তফসিরে কবির (ওয়ানযোহা) পৃ.-১০৬
৮. Collier's Encyclopedia Vol. 16, P. 690

নবীদের রীতি অনুযায়ী, পার্থিব দুনিয়ার প্রকাশ্য সুনামের আকাঙ্ক্ষী হওয়ার চেয়ে মহানবী (সা.)-এর কাছে আড়ালে-নিভৃতে থাকাই বেশি পছন্দনীয় ছিলো। রসূল (সা.) মক্কা হতে কয়েক মাইল দূরে 'হেরা' গুহায় যেতেন এবং সেখানে বেশ কিছুদিন অহোরাত্র আল্লাহর ইবাদত ও ধ্যানে মগ্ন হয়ে কাটাতেন। সেখানে অবস্থান কালে হযরত খাদিজা (রা.) তাঁর (সা.)-এর জন্য সুন্দর করে এমন সব খাবার তৈরী করে দিতেন, যা সকল আবহাওয়াতেই ভাল থাকতো। খাবার শেষ হয়ে গেলে হুযুর (সা.) বাড়ি ফিরে আসতেন। হযরত খাদিজা (রা.) আবারও খাবার তৈরী করে দিতেন এবং রসূল (সা.) 'হেরা'র দিকে আবারো রওনা হয়ে যেতেন।

একবার হযরত মুহাম্মদ (সা.) এবং হযরত খাদিজা (রা.) উভয়ে মিলে হেরা গুহাতে ইতেকাফের মানত করেছিলেন।[৯ক]

২৪শে রমযান, সোমবার, ঐ দিনটি শুধুমাত্র হুযূর (সা.) এর চল্লিশ বছরের জীবনের পরম প্রাপ্তির জন্যই নয় বরং সমস্ত জগতের জন্য বিরাট এক পরিবর্তনের সূত্রপাত ঘটালো।[৯খ]

মহানবী (সা.) স্বাভাবিকভাবে একাগ্রচিত্তে তাঁর স্রষ্টার ধ্যানেই মগ্ন ছিলেন। এমন সময় হযরত জিবরাঈল (আ.) আবির্ভূত হলেন এবং কুরআন শরীফের ওহী–***"ইকরা বিসমি রাব্বিকাল্লাযী খালাক্বা"*** আয়াতের সূচনা হলো। হুযূর (সা.) খুব ঘাবড়ে গিয়ে হেরা গুহা হতে নেমে তাড়াতাড়ি বাড়ি এলেন আর বললেন–'আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও।' খাদিজা (রা.) তাঁর প্রিয়তম স্বামীকে দ্রুত কাপড় দিয়ে ঢেকে দিলেন।

হুযূর (সা.) কিছুটা সুস্থির হওয়ার পর সমস্ত ঘটনার বিবরণ দিলেন এবং বললেন যে, 'আমি আমার নিজের সত্ত্বা সম্বন্ধেই ভীত হয়ে পড়েছি।' কিন্তু হযরত খাদিজা (রা.), যিনি রসূল (সা.)-এর আপাদমস্তক নূর হবার এবং খোদা-দর্শনের মানসরূপ প্রত্যক্ষ করার চাক্ষুস সাক্ষী ছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন–

"كَلَّا وَاللهِ مَا يُخْزِيكَ اللهُ أَبَدًا۔ إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ۔ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ" له

"কাল্লা ওয়াল্লাহি মা ইউখ্যিকাল্লাহু আবাদান। ইন্নাকা লাতাসিলুর রাহিমা। ওয়া তাহ্মিলুল কাল্লা ওয়া তাকসিবুল মা'দূমা ওয়া তাক্বরিদ্ দুয়ায়ফা ওয়া তুয়ী'নু

৯. ক) আল খাসায়িসুল কুবরা লিসসুয়ূতী (রহ.), খন্ড-১, পৃ. ২২৬। (অনুবাদ)
খ) জিরকানী শরাহ 'মোহাহেবুদ্ দানিয়া', খন্ড-১, পৃ. ২০৭

আ'লা নাওয়াইবাল হাক্ব।"

'কখনোই না, কখনোই না, এরকম কখনো হতেই পারে না। আল্লাহ্ আপনাকে অসম্মানিত করবেন না। আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করেন, মানুষের বোঝা বহন করেন, আর পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত সদ-গুণাবলীকে পুণঃপ্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন। আপনি অতিথি আপ্যায়ন করেন এবং মানুষের অধিকার সংরক্ষণে সাহায্য করেন।' [১০]

হযরত খাদিজা (রা.)-র এই সাক্ষ্য শুধুমাত্র মুহাম্মদ (সা.)-এর সত্য নবী হওয়ার চিরস্থায়ী নিদর্শনই নয় বরং এই উক্তি দ্বারা তাঁর ভাষার গভীরতা এবং আল্লাহ্‌র প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস, পূর্ণ ভালোবাসা ও সূক্ষ্ম দৃষ্টি এবং ঐশী জ্ঞান এবং বুদ্ধিমত্তারও প্রকাশ ঘটে, যা দেখে মন উদ্বেলিত হয়। তাঁর এই ঐতিহাসিক উক্তিটি সমস্ত ঐশীগ্রন্থ বিশেষ করে পবিত্র কুরআন শরীফের শিক্ষার চমৎকার প্রতিবিম্ব। কারণ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন–'কুরআন শরীফের মূল আদেশ দু'টো। একটা হচ্ছে, আল্লাহ্‌র একত্ববাদ, ভালোবাসা ও তাঁর প্রতি আনুগত্য। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, নিজের ভাই ও মানুষের প্রতি সহমর্মিতা এবং সহানুভূতি। *(উদ্ধৃতি ইযালায়ে আওহাম গ্রন্থ পৃঃ ৫৫০, প্রথম সংস্করণ)*

নবুয়তের দাবির পর, রসূলুল্লাহ্ (সা.) এর প্রতি যখন নামায ফরয করা হয়েছিলো, তখন তিনি মক্কা শরীফের এক উঁচু জায়গায় ছিলেন যেখানে পানির একটা ঝরণা প্রবাহিত হলো। হযরত জিবরাঈল (আ.) তাঁর সামনে ওজু করলেন এবং মুহাম্মদ (সা.)-ও সেভাবেই ওজু করলেন। এরপর হযরত জিবরাঈল (আ.) হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে সাথে নিয়ে নামায পড়লেন এবং চলে গেলেন। এই অলৌকিক দৃশ্যের পর হযরত মুহাম্মদ (সা.) হযরত খাদিজা (রা.) এর কাছে এলেন। হযরত খাদিজা (রা.)-র সামনে হযরত মুহাম্মদ (সা.) ওজু করলেন এবং তাঁকে সাথে নিয়ে ঠিক সেভাবেই নামায পড়লেন যেভাবে হযরত জিবরাঈল (আ.) পড়েছিলেন।[১১]

মোট কথা, হযরত খাদিজা (রা.) ইসলামের ইতিহাসের প্রথম মহিলা ছিলেন, যিনি মহানবী (সা.) এর প্রতি ঈমান আনার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। শুধু এটাই নয় খোদার এই মহান নবী (সা.)-এর বাণী অন্যদের কাছে পৌঁছানোর দায়িত্ব উম্মতের মধ্যে হযরত খাদিজা (রা.)-ই প্রথম সম্পন্ন করেন। সুতরাং তিনি মহানবী (সা.)-কে নিজের চাচাতো ভাই ওয়ারাকা বিন নওফেল এর কাছে নিয়ে গেলেন। ওয়ারাকা বিন নওফেল যখন হেরা গুহার ঘটনা শুনলেন তখন

১০. বুখারী শরীফ, খন্ড-১, পৃ. ৩ (মিসরী)
১১. ইবনে হিশাম

তিনি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, এই সেই ফিরিশতা, যিনি হযরত মুসা (আ.)-এর মতো মহান নবীর প্রতি নাযিল হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে হযরত খাদিজা (রা.) বসরার ধর্মযাজক, যার নাম ছিল বহিরা, তাকেও এই নবুয়তের বিষয়ে অবহিত করেছিলেন।[১২]

মহানবী (সা.) এর নবুয়তের ঘোষণা শুনে সমস্ত আরব উত্তেজিত হয়ে উঠলো। আঁ হুযূর (সা.) যখন নামায পড়তেন, তখন তাঁর ওপর ধূলো ময়লা নিক্ষেপ করা হতো, তিনি বাজার দিয়ে হেঁটে গেলে দুষ্ট প্রকৃতির লোকেরা হাসি-ঠাট্টা করতো। তিনি যখন বাড়ি আসতেন তখন আশে পাশের বাড়ি থেকে তাঁর বাড়িতে পাথর ছুঁড়ে মারা হতো, আবার কখনো ভেড়া বা উটের নাড়ী-ভুড়ি ছুড়ে ফেলা হতো। এই কষ্টদায়ক পারিপার্শ্বিকতার মাঝেই মু'মিনদের মা হযরত খাদিজাতুল কুবরা (রা.) নিজের বাচ্চাদের লালন পালন করেছিলেন এবং নিজের প্রিয়তম স্বামীর সেবার দায়িত্ব পালন করার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন।

ইমামুল মাগাযী ইমাম মুহাম্মদ বিন ইসহাক (রহ.) বর্ণনা করেন–

"كَانَتْ لَهُ وَزِيرَ صِدْقٍ عَلَى الْإِسْلَامِ يَشْكُو إِلَيْهَا وَيُهْلِكُ هَمَّهُ" ١٣

"কানাত লাহূ ওয়াযিরা সিদক্বিন আ'লাল ইসলামি ইয়াশকু ইলাইহা ওয়াইউহ্লিকু হাম্মাহু।" ১৩

হযরত খাদিজা (রা.) ইসলামের সকল ব্যাপারে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর সাহায্যকারী ও পরামর্শক উপদেষ্টা ছিলেন। হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর কাছে দুঃখ-কষ্ট ও সমস্যার কথা বলতেন, আর তিনি তাঁকে নির্দিষ্ট কাজে সাহস দিতেন। হযরত ইবনে আব্দুল বারাল কারতাবী বর্ণনা করেন–

"فَكَانَ لَا يَسْمَعُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَيْئًا يَكْرَهُهُ مِنْ رَدٍّ
عَلَيْهِ وَتَكْذِيبٍ لَهُ إِلَّا فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ بِمَا تُثَبِّتُهُ
وَتُصَدِّقُهُ وَتُخَفِّفُ عَنْهُ وَتُهَوِّنُ عَلَيْهِ مَا يُلْقَى مِنْ
قَوْمِهِ" ١٤

"ফাকানা লা ইয়াসমাউ' মিনাল মুশরিকীনা শাইয়ান ইয়াকারাহুহু মিন রাদ্দিন আলাইহি ওয়া তাকযিবিন লাহু ইল্লা ফার্রাজাল্লাহু আ'নহু বিমা তাশাব্বিতুহু ওয়া তুসাদ্দিক্বুহু ওয়াতুখাফফিফু আ'নহু ওয়া তুহাওউইনু আ'লাইহি মা ইউলক্বা মিন ক্বাওমিহী।"

'মুশরিকরা মহানবী (সা.)-কে অস্বীকার এবং মিথ্যা প্রতিপন্ন করার অপচেষ্টার

১২. সিরাত হালবিয়া, খন্ড-১, পৃ. ৩৯৪, তালিফ আলি বিন বুরহান উদ্দিন (রহ.)
১৩. ইবনে হিশাম

কারণে মহানবী (সা.) যে কষ্ট পেতেন তা হযরত খাদিজা (রা.)-এর কাছে এলে দূর হয়ে যেতো, কারণ তিনি (রা.) হুযূর (সা.) এর কথার সত্যায়ন করতেন এবং মুশরিকদের অপবাদপূর্ণ কথাগুলোকে হুযূর (সা.) এর সমীপে মিথ্যা সাব্যস্ত করে দেখাতেন।' [১৪]

নবুয়তের সপ্তম বছরের মুহররম মাসে হযরত খাদিজা (রা.)-এর জীবনের শেষ পরীক্ষা শুরু হলো–
সেই সময়ে মক্কার কুরাইশরা মুসলমানদের বিপক্ষে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এক চুক্তি করে। চুক্তি অনুযায়ী তারা সম্মিলিত ভাবে মুসলমানদেরকে সামাজিকভাবে বয়কট করলো। কুরাইশরা মহানবী (সা.), হযরত খাদিজা (রা.) এবং সাহাবী ও সাহায্যকারীদের বয়কট করে আবু তালেবের উপত্যকায় অবরুদ্ধ করে রাখলো।

অবরুদ্ধ থাকার এই সময়টা মুসলমানদের জন্য কিয়ামতসদৃশ্য ছিল। এ সময়ে এমন এমন কষ্টদায়ক ঘটনা ঘটেছিলো যা কল্পনা করলে আজও গা শিউরে উঠে, অন্তরে কাঁপুনি জাগে।

হাকিম ইবনে হিযাম হযরত খাদিজা (রা.)-র ভাতিজা ছিলেন। তিনি মাঝে মধ্যে লুকিয়ে লুকিয়ে তার ফুপুর জন্য খাবার নিয়ে যেতেন। কিন্তু একবার আবু জাহল এই সম্পর্কে জেনে গেল এবং সেই অভাগা আবু জাহল হাকিম ইবনে হিযামকে পথের মধ্যে কঠোরভাবে আটকে রাখলো। [১৫]

এই দুঃসহ পরীক্ষাকাল প্রায় আড়াই-তিন বছর স্থায়ী ছিল। শেষ পর্যন্ত মক্কার কিছু ভদ্রলোক মধ্যস্থতা করে এই নির্দয় নিষ্ঠুর চুক্তিকে বাতিল করে।

কিন্তু ওই দুঃসহ-কালে অভুক্ত থাকার ফল দেখা দিলো। কিছুদিনের মধ্যে প্রথমে মহানবী (সা.)-এর চাচা আবু তালেব এবং তারপর তাঁর অত্যন্ত বিশ্বস্ত জীবনসঙ্গীনি হযরত খাদিজা (রা.) এই দুঃসহ দিনগুলোর কষ্টে পীড়িত হয়ে ইহলোক ত্যাগ করলেন, *ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন।*

এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা নবুয়তের দশম বছরের দশই রমযানে[১৬] ঘটে যখন হযরত খাদিজা (রা.) এর বয়স চৌষট্টি (৬৪) বছর ছয়মাস ছিলো। তখন নামাযে জানাযার কোন বিধান শরিয়তে ছিল না। মহানবী (সা.) অশ্রু সজল চোখ ও দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে তাঁর প্রিয় স্ত্রীর লাশকে মাটিতে দাফন করার জন্য কবরে নামলেন এবং মাটিতে শুইয়ে দিলেন।

১৪. ইসতিয়াব খন্ড-২ পৃ. ৭৪০
১৫. ইবনে হিশাম সিরাতে খাতামান্নাবীঈন (হযরত মির্যা বশির আহমদ সাহেব রহ.)
১৬. তিবকাতে ইবনে সাআদ

হযরত খাদিজা (রা.)-র কবর মক্কার উত্তরে হাজ্জুন পাহাড়ে অবস্থিত। এটা সেই পাহাড় যার উপত্যকা দিয়ে তিনি 'হুজ্জাতুল বিদা'র সময় মদিনা থেকে মক্কায় বিজয়ীবেশে প্রবেশ করেছিলেন।

প্রথমত অনেক দিন পর্যন্ত হযরত খাদিজা (রা.)-র কবরের উপর একটা কাঠের তাঁবু ছিলো। ৯৫০ (নয়শ' পঞ্চাশ) হিজরীতে এটাকে রক্ষা করার জন্য একটা 'কুব্বা' তৈরী করা হয়েছিলো। এই 'কুব্বা' পুনরায় ১২৯৮ হিজরীতে মেরামত করা হয়েছিলো।[১৭]
কয়েকটি বর্ণনা অনুযায়ী, এরই কাছে হযরত আব্দুল মুত্তালিব ও হযরত আবু তালেবের কবরও আছে। মক্কা শরীফের এই প্রাচীনতম কবরস্থানটি জান্নাতে মোয়াল্লা বলে আখ্যায়িত।

যাকা-উল মুলক্ আল্লামা ডঃ ফরিদু জামান মুহাম্মদ সুজা লিখিত– "হাজ্ব ও হারমেইন পরিদর্শনের ইতিবৃত্ত" এর ৩২২ পৃষ্ঠার বিবরণ থেকে জানা যায়, এই কবরস্থানের যাবতীয় স্তম্ভ, স্মৃতি, নাম ফলক ও সৌধ যুগের আবর্তনে মুছে গেছে। কোন্টা কার কবর–একথা নিশ্চিতভাবে বলা দুস্কর।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদিজা (রা.)-র বিয়োগ ব্যথা কোন দিন ভুলতে পারেন নি। ইতিহাসের একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা এভাবে আছে যে বদর-এর যুদ্ধে বন্দীদের মধ্যে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জামাতা আবুল আসও ছিলেন। তাঁর মুক্তিপণ স্বরূপ হযরত যয়নাব (রা.), যিনি তখনো মক্কায় ছিলেন, তিনি কিছু জিনিষ পাঠালেন। ঐ জিনিষগুলোর মাঝে গলার সেই হারটাও ছিলো যা বিবি খাদিজা (রা.) স্বয়ং তাঁর কন্যা হযরত যয়নাব (রা.)-কে বিয়েতে উপহার দিয়েছিলেন। গলার সেই হারটি দেখে মহানবী (সা.)-এর বিবি খাদিজার (রা.) কথা মনে পড়ে গেলে তাঁর চোখ দু'টো অশ্রু সজল হয়ে উঠল।[১৮]

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেছেন, যদিও আমি হযরত খাদিজা (রা.)-কে কখনো দেখিনি; কিন্তু আমি কখনও তাঁকে ঈর্ষা করিনি। এর কারণ হলো মহানবী (সা.) সব সময় তাঁকে স্মরণ করতেন। একবার তিনি হুযূর (সা.)-কে খুবই আদবের সাথে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে আল্লাহ্‌র রসূল ! আপনি কেন এমন একজন বৃদ্ধাকে স্মরণ করেন, যিনি গত হয়ে গেছেন? আল্লাহ্ তা'লা আপনাকে তাঁর চেয়ে উৎকৃষ্ট কয়েকজন স্ত্রী দিয়েছেন। একথা শুনে রসূল পাক (সা.)-এর কোমল ও নরম হৃদয়ে এতবড় আঘাত লেগেছিল যে, তিনি সইতে পারছিলেন না। তিনি দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বলেছিলেন ঃ

১৭. মিরআতুল হাবমাঈন খন্ড-১ পৃ. ৩০-৩১
রাফাত পাশা-এ বইয়ে হযরত খাদিজা (রা.) -এর 'কুব্বা'র ছবিও দেওয়া আছে।
১৮. সহিহ মুসলিম খন্ড-২ পৃ. ৩৩৩

"لَا وَاللّٰهِ مَا اَبْدَلَنِیَ اللّٰهُ خَيْرًا مِنْهَا اٰمَنَتْ بِيْ اِذْ
كَفَرَ النَّاسُ وَصَدَّقَتْنِيْ اِذْ كَذَّبَنِيَ النَّاسُ وَوَاسَتْنِيْ
فِيْ مَالِهَا اِذْ حَرَمَنِيَ النَّاسُ وَرَزَقَنِيَ اللّٰهُ مِنْهَا
اَوْلَادًا اِذْ حَرَمَنِيْ اَوْلَادَ النِّسَاءِ" ۲ه

"লা ওয়াল্লাহি মা আবদা লানিয়াল্লাহু খাইরান মিনহা আমানাত বি ইয কাফারান্নাসু ওয়া সাদ্দাকাতনী ইয কাযযাবানীয়ান্নাসু ওয়া ওয়াসাত্নী ফী মা লাহা ইয হারামানিয়ান্নাসু ওয়া রাযাকানিয়াল্লাহ্ মিনহা আওলাদান ইয হারামানি আওলাদান নিসায়ি।" [১৯]

অর্থাৎ, "খোদার কসম! আল্লাহ্ তা'লা আমাকে খাদিজা (রা.)-এর চেয়ে উত্তম কোন স্ত্রী দেন নি। সে ওই সময় আমার প্রতি ঈমান আনে, অন্যরা যখন আমাকে অস্বীকার করেছিল। সে আমাকে তখন সত্য বলে নিরূপন করেছিল, যখন অন্যরা আমাকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করার অপচেষ্টা চালিয়েছিল। সে তাঁর নিজ ধন সম্পদ দিয়ে তখন আমার দুঃখ দূর করেছিলো যখন অন্যরা আমাকে বঞ্চিত করেছিলো এবং আল্লাহ্ তা'লা তাঁর গর্ভে আমাকে সন্তানও দান করেছেন। যদিও কোন কোন বিবিদের এ থেকে বঞ্চিত রাখা হয়।"

উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদিজা (রা.) আজ পৃথিবীতে নেই এবং তাঁর কবরও নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তাঁর (রা.) নাম ও কর্ম উভয়ই আমাদের মাঝে আর্দশ হয়ে জাগরূক আছে। একইভাবে মহানবী (সা.)-এর পবিত্র মুখ থেকে মহীয়সী নারী হযরত খাদীজা (রা.)-এর প্রতি যে প্রশংসা বাক্য নিঃসৃত হয়েছিলো জগত থেকে তা কখনো মুছে যাবার নয়।

এই বাণী রসূল (সা.)-এর প্রেমিকদের মন ও মস্তিষ্কে অবশ্যই সুরক্ষিত আছে, কিয়ামত পর্যন্ত যা প্রতিধ্বনিত হতেই থাকবে। হযরত খাদিজা (রা.) সম্মান এবং পবিত্রতার সিংহাসনে সমাসীন রয়েছেন। চিরঞ্জীব রসূল এবং নবীনেতা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রথম জীবনসঙ্গীনির মহান মর্যাদা লাভের কারণে নিশ্চয়ই তিনি (রা.) দুই জাহানের রানী হয়েই থাকবেন।

মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রভুর কসম! দুনিয়ার কোন বৃহৎশক্তিও তাঁর এ আধ্যাত্মিক সম্মান কেড়ে নিতে পারবে না এবং তাঁর ঐশী সাম্রাজ্যের মাঝে কখনো অধঃপতন দেখা দিবে না। নশ্বর সাম্রাজ্যের ঐশ্বর্য ও আধিপত্য হাজারবার

১৯. উসুদুল গাবা খন্ড-৫ পৃ. ৪৩৮-৪৩৯
ইসতিয়াব খন্ড-২ পৃ. ৭৪১

Hadhrat Syedat-un-Nisa Khadijatul Kubra [ra]

The booklet Hadhrat Syedat-un-Nisa Khadijatul Kubra [ra] is a very brief life-sketch of Ummul Momeneen *['Ummul Momeneen' literally means `Mother of the believers'. The term is used for the wives of the Holy Prophet [sa]]* Hadhrat Khadija [ra].

Though the author Maulana Dost Muhammad Shahed Sb. [rah] presented her [ra] life-sketch in a nutshell but his presentation is so lovely, lucid and illustrious that it touches everyone's heart & Soul. In these few pages, every reader finds the charming beauty of the life of Ummul Momeneen which illuminates the moral teachings & ideals of the Holy Prophet [sa] very precisely & minutely. May Allah shower his blessings upon Ummul Momeneen and alleviate her status to the highest rank in Jannatul Ferdous.

Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh is very happy on publishing the Bengali translation of this booklet. The major part of this booklet was translated into Bengali by Mohtarma Masuda Samad Saheba, Ex-Sadar, Lajna Imaillah, Bangladesh and the remaing part was translated by Muhtarma Ishrat Jahan Saheba, present Sadar, Lajna Imaillah, Bangladesh. May Allah bless all concerned and make the effort a source of inspiration for all. Ameen.

Hadhrat Syedat-un-Nisa Khadijatul Kubra (ra)

by **Maulana Dost Muhammad Shahed Sb. (rah)**

translated in to bengali by
Mohtarma Masuda Samad Saheba

published by **Muhammad Nurul Islam Mithu**
National Secretary Isha'at
Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh

printed by : **Bud-O-Leaves,** Motijheel, Dhaka

a **Bud-O-Leaves** production

ISBN 978-984-991-026-8